"আশীর্ব্বাদ"—পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হিন্দী নিবন্ধটির বাংলা ভাষান্তর।

অনুবাদক—শ্রীদেবাশিস চট্টোপাধ্যায়

পাঠকগণের স্মরণ থাকতে পারে হোসিয়ারপুর থেকে প্রকাশিত উর্দু টাইমসের ১৯৭৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সংখ্যায় মহান জ্যোতিষগ্রন্থ কপালী সংহিতার উল্লেখ করে আমরা ২৫৪ বর্ষীয় মৌনিবাবার একুশতম জন্মান্তরের একটি বৃত্তান্ত প্রচার করেছিলাম। উক্ত সংবাদে আমরা যা বর্ণনা করেছিলাম তা হলো, আমাদের পরম আদরণীয় মৌনীবাবা মহারাজের আত্মা পূজ্যপাদ অগস্তমুনির সময়কালের। মহর্ষি মনুর পুত্র ঋষি পিল্লাদ, মাতঙ্গ ঋষি, সুকরাত, সেন্টপাল, আদি শঙ্করাচার্য সন্ত কমলাকান্ত, সন্ত কেতুঁকলাই আদি প্রমুখের দেহের মধ্যে দিয়ে বাবা জন্মগ্রহণ করেছেন। এই সমাচারে এও প্রকাশিত হয়েছিল যে বাবার একুশতম জন্মান্তর সম্বন্ধীয় একটি অতীব উপাদেয় পুস্তক বাংলা তথা ইংরাজি ভাষায় লেখা শুরু হয়েছে। এবং এই পুস্তক রচয়িতা এক মহান ব্যক্তি। যিনি কপালী সংহিতানুসারে উল্লিখিত একুশ তম জন্মে বাবার পুত্র তথা শিষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই ব্যক্তি কখনো প্লেটো রূপে কখনো বা পরমপদ আদি শঙ্করাচার্যের প্রধান শিষ্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ইনি একজন্মে মহান রাজা নরনারায়ণরূপে এবং আপনার অন্য একজন্মে বিভিন্নগুণের আধার নৃপতি তেজচাঁদ রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বর্তমান জন্মে ইনি এক অবসর প্রাপ্ত মেজর। অধুনা ইনি লক্ষ্ণৌ বসবাস করছেন। তনুজ কুমার দেব নামে ইনি পরিচিত।

সম্পাদক ॥

জয়গুরু,

হোসিয়ারপুর টাইমসে প্রকাশিত হয়েছে যে মৌনী বাবা স্বামী মাধবানন্দগিরি মহারাজের উপর শীঘ্রই একটি পুস্তক প্রকাশিত হতে চলেছে। মৌনী বাবা ২৫৪ বছর বয়সে ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭৪ সালে আপন নশ্বর দেহ ত্যাগ করে ব্রহ্মালোকে লীন হয়েছেন। ওনার সেই একুশতম জন্মবৃত্তান্ত সংক্রান্ত পুস্তকটি লিখছেন আমার প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ সুহৃদ অবসরপ্রাপ্ত মেজর তনুজ কুমার দেব। এই নিবন্ধে বাবাকে আমার প্রথম দর্শনের সৌভাগ্য উপলব্ধির ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছি।

আমি আমার জীবনে তিন মহান ব্যক্তিকে নিকট থেকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি। এদের মধ্যে প্রথম মহাপুরুষটি হলেন লুধিয়ানা জেলার জগরাওয়ের নিকট কলেরাং এর প্রসিদ্ধ সন্ত বাবা নন্দ সিংহ মহারাজ। দ্বিতীয় মহাপুরুষ ঋষিকেশের শিবানন্দ মহারাজ যিনি স্বীয় নামে আজ জগত প্রসিদ্ধ। আর তৃতীয়, শেষতম ব্যক্তিটি মৌনী বাবা স্বামী মাধবানন্দ গিরি মহারাজ। যাঁকে আমরা বাবাজী

বলে ডাকি। উল্লিখিত এই তিন মহাপুরুষই উচ্চতম ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। বাবাজী যখনই ঋষিকেশের পথে যোশী মঠ বা বদ্রীনাথ অথবা কেদারনাথে যেতেন তখন ঋষিকেশে প্রায়ই স্বামী শিবানন্দের আশ্রমে স্বামীজির নিজস্ব গৃহে অবস্থান করতেন। স্বামীজির আশ্রমে যখনই কোন সন্নাসী অথবা ব্রহ্মচারী আশ্রয় নিতেন তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব স্বামীজি নিতেন। আশ্রমের অন্য কাউকে এই তদারকির দায়িত্ব নিতে দিতেন না। সোবার এই যে পার্থক্য সেটা উনিই বুঝতেন'।

বাবা নন্দ সিংজীকে আমি কৈশোর থেকেই চিনতাম। এই মহাপুরুষ ১৯৪৩ অথবা ১৯৪৪ সালে আপনার দেহত্যাগ করেন। স্বামী শিবনন্দজী ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত দেখেছে। মৌনী বাবাকে আমি যেদিন আমি প্রথম দেখি তখন আমি লক্ষ্মৌতে ছিলাম।

এক শনিবার আমার পরম সুহৃদ তনুজ কুমার দেব আমাকে আমার বাড়িতে এসে বল্লেন চলো এক মহাপুরুষকে দেখে আসি যার বয়স দু'শো বছরের অধিক। এই খবর শুনে আমি হাসি এবং বন্ধুকে বলি সংবাদ অনুযায়ী বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির আয়ু ১৬৮ বছর এবং ইনি রুশ দেশের অধিবাসী। তুমি কিভাবে বুঝলে সেই সন্যাসীর বয়স দু'শ বছর যাকে তুমি মাত্র গতকাল দেখেছো। এরপর আমার মনে সংশয় দেখা দেয় এবং বন্ধুর সঙ্গে আমি মৌনী বাবাকে দেখবার মানসে যাত্রা করি। এবং বাবার নিকট পৌছে তাঁর চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করার পর পর আমি বাবার বয়স অনুমান করতে চেষ্টা করি। অনেক বিচার বিবেচনার পর আমি সিদ্ধান্তে পৌছাই যে ওনার বয়স খুব বেশী হলে ১২০ থেকে ১৫০ এর মধ্যে। আমি বাবার নিকট আর কিছুক্ষণ থাকার পর তাঁকে প্রণাম করে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করি। বাবাজী তখন আমার বন্ধু তনুজ কুমার দেবকে বলেন যে এই ব্যক্তিকে রাত্রে নিয়ে এসো যখন আমি কথাবার্তা বলি। কারণ রাত্রে বেদান্ত সভাতেই আমার যা কিছু বক্তব্য আমি রাখি।

বাবার বেদান্ত সভাও অতি বিচিত্র। যে সভা রাত্রি এগারোটা থেকে শুরু করে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত চলে। নিদ্রাপ্রিয়তা হেতু বহু লোক এই সভাতে অনুপস্থিত থাকতো। দ্বিতীয়, কারণ ছিল এই সভা চলতো বাংলা ভাষায় যা উপলব্ধি করা অন্য ভাষাভাষীর নিকট কঠিন ছিল। এইরূপ মনে করার কোন হেতু নেই যে সাধারণে বাবাকে বুঝতো না। বাবা সর্বদাই বিড়ি খেতেন আর উদাসীন নেত্রে চেয়ে থাকতে। কারুর সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না।

রাত্রে যে সভা শুরু হয় তা ভোর চারটেয় সমাপ্ত হয়। এই অধিবেশনে শ্রীশক্তি কুমার চক্রবর্তী আলোচনা করেছিলেন। একটি শ্লোক বাবা লিখেছিলেন যা খানিকটা বাবা ভাষণের মধ্যে হিন্দিতে আলোচনা করে দিয়েছিলেন। এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল ফলে আমি বুঝতেই পারিনি কখন ভোর চারটে বেজে গেছে। আমার আগ্রহ জাগে এবং পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটার সময় বাবাকে দর্শন করার নিমিত্ত যাই। বাবা তখন ছাদে রৌদ্রে বসেছিলেন।

আমি ওনাকে প্রণাম করি এবং ওনার নিকট বসি। ওই সময়ে ওখানে আমি একাই

ছিলাম। প্রায় আধঘন্টা বাদে এক ব্যক্তি গাড়িতে করে চাকর সঙ্গে নিয়ে বাবার নিকট আসে। এবং প্রণাম করার পর বাবার নিকট বসেন। বাবার চরণের নিকট একটা ফলের ঝুড়ি রাখে। কিছুক্ষণ বাদে বাবা আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেন। এবং সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কোথা থেকে আসছো। সেই ব্যক্তি উত্তর দেন "লাক্ষ্ণৌ থেকে মহারাজ"। বাবা তখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কোথাকার অধিবাসী। দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন বাবাকে জবাব দেন ইনি খেজুরগাব বিয়াসত এর রাজা। কিন্তু এই সময় ইনি লাক্ষ্ণৌতে আছেন। এই সংবাদ শুনে বাবা তাকে খেজুরগাব বিয়াসত বিষয়ে এমন কিছু জানতে চান যা শুনে রাজাসাহেব বিব্রত হয়ে পড়েন।

কিছুক্ষণ বাদে বাবা হঠাৎই প্রশ্ন করে বসেন যে, রাজা সাহেব আপনি কি শঙ্কর বক্স সিংহ বিষয়ে কিছু জানেন। এই কথা শোনার পরই রাজা সাহেবের দু চক্ষু থেকে অশ্রু নির্গত হতে থাকে এবং বাবার চরণের উপর পড়ে প্রশ্ন করেন যে বাবা এই নাম আপনি কোথা থেকে জানলেন। এই ব্যাপার দেখে আমিও খুব অবাক হয়ে যাই এবং ভাবতে থাকি এর মধ্যে এমন কি কারণ থাকতে পারে যার ফলে রাজা সাহেবের এমন হলো। এরপর বাবা খানিকটা হাসেন ও বলেন রাজা শঙ্কর বক্স সিংহ আমার খুব বড় ভক্ত ছিল। এই শুনে রাজা সাহেব আমায় বলেন দেখো মহারাজ কি বলছেন! রাজা শঙ্কর বক্স সিংহ আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা। উনি মারা গেছেন কম বেশী দু'শো বছর হলো। আমাদের রাজ বংশের ইতিহাস লিখিত আকারে আছে এবং যা, যে কেউই পড়তে পারে। এইসব শুনে আমি বুঝলাম একদিন পূর্বে বাবার বয়স সম্বন্ধে অনুমান সম্পুর্ণ মিথ্যা। এরপর আমি ভাবলাম বাবা যে অভিনয় কেবল আমার জন্যই করলেন এবং যার ফলে বাবার সম্বন্ধে আমার অনুমান ভ্রান্ত হয়েছে। কারণ বাবাতো কোনদিন কাউকে নিজের বয়স সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। এইজন্য আমি আমার পরিণাম নিরাশ হলুম। রাজা সাহেবও কিছুক্ষণ বাদ সেখান থেকে চলে গেলেন।

মানুষের মন কিন্তু সহজে হার মানতে চায় না মন পূর্বের এই ঘটনাটির সত্যা যাচাইয়ের জন্য ব্যাগ্র হলো। এইজন্য পুনরায় রাজাসাহেবের সঙ্গে মিলিত হলাম এবং রাজা শঙ্কর বংশ সিংহের জীবনীবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আরো বেশী করে জানতে চাইলাম। এবং আমি ওনাকে স্পষ্ট করেই জানালাম বর্তমান যুগে এমন কিছু লোক আছে যারা নিজের ঠাকুর্দার নামই জানে না সেক্ষেত্রে আপনার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার নাম তো আরো কম লোকেরই জানবার কথা। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কি এমন কারণ ছিল যাতে ওই নাম শুনে আপনার ওই রকম অবস্থা হয়েছিল। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজা সাহেব নিজেদের রাজ্যের ইতিহাস আমাকে শোনান।

উনি বলেন রাজা শঙ্কর বক্স সিংহের সময় পর্যন্ত আমাদের বংশে কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে নি। বংশ রক্ষার জন্য এই কারণে দত্তক পুত্র গ্রহণ করা হতো। রাজা শঙ্কর বক্স সিংহেও স্বয়ং দত্তক রীতি গ্রহণ করেছিলেন। ওনার রাজত্বকালে খাজুর গা—গঙ্গার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এক সাধু

আবির্ভূত হন এবং লোকজনকে বলতে শুরু করেন তার খুব ক্ষিদে পেয়েছে, ঈশ্বর প্রেমী কেউ তাকে আহার করাক। কিন্তু গঙ্গাসাগ্নার্থীদের কেউ কেউ গঙ্গা স্নানে আসছে সাধুকে দেখছে কিন্তু স্নানান্তে চলে যাচ্ছে। অনাহারি এই সাধুকে কিন্তু ভোজনের জন্য কেউ আমন্ত্রণ জানায় নি। ক্ষুধায় ক্লিষ্ট এবং মানুষের উপর বিতরাগ বশত এই সাধু আরো গঙ্গা সমীপে চলে যান। এবং দেখেন স্রোতে গঙ্গার জলে একটা মড়া ভেসে আসছে। তখন সাধু সেই শব দেহকে ইঙ্গিত আরো নিকটে আসবার জন্য অনুরোধ জানালো। শবদেহ তখন স্রোতসঙ্কুল মাঝপথ ছেড়ে পাড়ের দিকে আসতে লাগলো। গঙ্গা তীরবর্তী লোকেরা এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে লাগলো যে শবদেহ তীরের দিকে আসছি। সাধু সেইসব লোকেদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেন এই রাজ্যে যদি খাদ্য না পাওয়া যায় তাহলে তিনি উলঙ্গ হয়ে, এই মত মাংস ভক্ষণ করেই আপন ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করবেন। এই সময়ে ঘাটে প্রভূত দর্শক সমবেত হয়। হঠাৎ রাজ দরবারের এক কর্মচারীও সেখানে উপস্থিত হয়। সে করজোড়ে সাধুকে অনুরোধ করে যে আপনি দয়া করে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন। পুনরায় ক্ষমা চেয়ে রাজা শঙ্কর বংশ সিংহের নিকট যাব এবং সমস্ত ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেন। রাজা স্বয়ং নগ্ন পদে দৌড়ে সাধুর নিকট আসেন এবং তার চরণ ধরে বার বার ক্ষমা ভিক্ষা চান। সম্মানে সাধুকে তিনি নিয়ে যান। স্থান ত্যাগের পূর্বে সাধু মৃতকে ইঙ্গিতে চলে যাবার নির্দেশ দেন।

রাজা সাহেব এই সাধুকে আন্তরিক ভক্তি করেন। এবং রাজমাতার তৈরী খাদ্য দ্রব্যাদি ভোজন করান। এই সাধু বহুদিন ছিলেন। রাজা সাহেব তাঁর যার পর নাই সেবাযত্ন করেন। বিদায় গ্রহণের একদিন পূর্বে সাধু রাজাকে জানান তিনি রাজার সেবা ভক্তিতে খুব প্রসন্ন হয়েছেন। এবং তিনি আশীর্বাদ দিচ্ছেন তার বংশজাত পুত্র এখন থেকে রাজত্ব করবে। এই ঘটনা শোনার পর রাজার চক্ষু জলে ভোরে ওঠে। কারণ শঙ্কর বংশসিংহ সেবায় তাদের বংশ রক্ষা পায়। তারপর থেকে এই বংশের সন্তানরা সিংহাসনে বসছে। এই কারণে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করি। কিন্তু বার বার রাজা সাহেব একটা কথা বলতে লাগলেন ; যে ওনাকে যখন ওনার নাম জিজ্ঞাসা করি তখন উনি বলেছিলেন ওনার নাম মাধবানন্দ গিরি এই শুনে দ্রুত ওনার বিশ্বাস বদলে যায়। সেই সাধু যিনি রাজা শঙ্কর বক্স সিংহকে দেখা দিয়েছিলেন ও আশীর্বাদ দিয়েছিলেন—তিনি চলে যাবার পর শঙ্কর সিংহ ধর্মশালা গঙ্গার ঘাটের নাম মাধবানন্দ গিরির নামেই রাখেন। সেই নামাঙ্কিত বাড়ি এখনও আছে।

CRONOLOGY OF KAHAJUR ESTATE, LUCKNOW, U.P.
AS COLLECTED BY SRI AMIYA AWON - APRIL - 1990

Rana Raghu Nath Singh → (adopted son)

|

~~Rana~~ ~~Raja~~ Rana Shanker Bax Singh → (adopted son)

|

Rana Shiv Raj Singh. – (Region Started by the blessing of Sree Sree Madhabananda Giri Maharaj.)

|

Rana Uma Nath Bux Singh –

|

Rana Shiv Amber Singh. –

|

- Late Rana Shiv Mohan Nath Bux Singh
  - (1) Shivendra Singh (3)
  - (2) Shailendra Singh (4)
- Shiv Nath Singh
- Amresh Kumar Singh –
  - Devendra Singh
  - Anant Singh
  - R.K. Shiv Raj Singh

Amresh Kumar Singh
(VIJAY)

Tel:- 248942
KHAJURGAON HOUSE
NAKA HINDOLA,
LUCKNOW-226001.

(1)

Dated 29-4-90

[signature]

Brief History of Khajurgaon. Since Rana Shankar Baksh Singh

Rana Shakar Baksh Singh of Khajurgaon was one of the most Illustrious, enterprising and enlightened Rana of the Khajurgaon Dynasty. He was a well educated person and with the tradition of those days had an absolute command over Sanskrit, Hindi, Urdu and Persian. He can be called an illustrious despot who had a strong inclination and faith in hindu Religion and was a regular ritualist of the Hindu scriptures. Added to this was his love for music constructing temples and magnificent ones too namely Shankeshwar Shiv Temple at Khajurgaon and Sankathaji (Kali Maa) temple not to mention the many others that he built. He was also fond of constructing beautiful palaces and widening the territory of Khajurgaon Estate.

Rana Shankar Baksh Singh was the son of Rana Raghunath Singh. And being the eldest son of his father succeeded the ancestoral throne at a very delicate time just after the Mutiny of 1857. The family of Khajurgaon participated in the Mutiny of 1857 and the younger cousin of Rana Shankar Baksh Singh, Rana Beni Madho Singh who figures in the Gazettee of Oudh, after capturing the residency at Lucknow went into exile in Nepal where the Britishers had him assassinated. Rana Shankar Baksh Singh was a minor when he ascended the throne and had to face many hardships after the Mutiny, as Oudh ~~came~~ was annexed by the British the Nawab captured and sent to Calcutta and all mutiniers rounded up. A very competent and shrewed Diwan of Khajurgaon 'Bode Lal Shrivastava' some how managed to obtain the confidence of the British Resident and Rana Shankar Baksh Singh had to pay 60 Lakhs of ~~coins~~ silver coins to retain just 300 villages of erstwhile Khajurgaon Estate which had

over a thousand villages spread in four districts of Uttar Pradesh namely: Rae Bareli, Unnao, Pratapgarh, Bara Banki and Lucknow.

After all the turmoil of the Mutiny was over, Rana Shankar Baksh Singh started reconstructing his Estate and started winning the confidence of his subjects. But he was very sad at heart because he was not having any male issue from his four Ranis. This perpetuated him to spend a lot of time at Beneras and Allahabad with holy Saints and holy people. It was during this period that some of his subjects gave him news of a Baba who would call dead bodies towards him as and when he desired. It so happened that in a village on the banks of River Ganga a Baba was camping. When he asked for some food from the villagers they refused so on being denied food a dead body was passing by in the river Ganga. Baba called the dead body and it came towards him. He then told the village folk that he would eat the dead body as they were not giving him anything to eat. They all fell on his feet and offered him fruits etc. to eat. Some ran to Khajurgaon and informed Rana Shankar Baksh Singh of the episode. One hearing the news the Rana himself with his retinue of escorting soldiers reached the place and fell at Baba's feet. He then after much persuasion ~~went to~~ took Baba along with him at his residence in Khajurgaon. Rana Shankar Baksh Singh offered him the best hospitality and kept Baba with him for quite some time. One fine day Baba was so pleased with the hospitality of the Rana that he told him that I feel you are lacking something and you are very sad at heart. I know the reason, you don't have a son. The Rana immediately fell on his feet and expressed his surprise over the words of Baba. It was after this incident that the Baba Blessed Rana Shankar Baksh Singh that he would have a son and the generations to come shall always have a son and that the adoption which was in your family will once and for all end and that your generations will thrive and be happy. After Nine months Rana Shankar Baksh Singh had a son from his third Rana and a few months later yet another son from his fourth Rani. During this time Baba was at Khajurgaon

Amresh Kumar Singh
(VIJAY)

Tel: 248942.
KHAJURGAON HOUSE
NAKA HINDOLA,
LUCKNOW-226001.

Dated 29/4/90

Rana Shankar Baksh Singh was so happy after the birth of his two sons that he was literally at the feet of Baba most of the time. The village where Baba was found by his kinsmen was named Madhopur, and the lake where baba was kamping called Madhav Tal. A chabutra which still exists in Khajurgaon was the place where the Baba used to meditate. After some time when the Rana was blessed with two sons, Baba told the Rana that he would leave as he had to go elsewhere. But the Rana would literally block his way and plead to the Baba to stay for some more time. When Baba came to know that he would find it difficult to convince the Rana he decided to do some novel thing. One fine morning he said to the Rana that he was going to attend to the call of nature. After one hour passed by the Baba did not turn up. This made the Rana suspicious and he along with his soldiers on horseback, elephants and a foot started combing the entire vicinity in search of the Baba. But Baba was not to be found and ~~their~~ few days of hectic search was in vain because the Baba with his powers had actually vanished from Khajurgaon to help his desciples elsewhere.

These are the few things I know about Madhavanand Giri Maharaj as written in my family chronology. There are more documents about which I shall write later when the person who has them gets in touch with me. It shall be an honour for me to write more about this great Saint ~~who~~ with whose blessings I am existing today. Our family at present and the future which shall come are all indebted to this great personality. My humble salutation to him.

होशियारपुर टाइम्स

सम्पादक
अविनाश चन्द्र सूद

वार्षिक शुल्क
15 रुपये

वर्ष 6 | रविवार 28 अप्रैल 1974 | अंक 17

महान् सन्यासी मौनी बाबा से मेरी पहली भेंट

मेजर आर० के० सिंह
आरमी हास्पीटल
दिल्ली छावनी—10

पाठकगणों को याद होगा कि हमने होशियारपुर टाइम्स (उर्दू) के 16 दिसम्बर 1973 के अंक में महान् ज्योतिष ग्रंथ कपाली संहिता का संकेत देकर 254 वर्षीय मौनी बाबा के 21 जन्मोंके बारे एक समाचार प्रकाशित किया था। उक्त समाचार में यह वर्णन किया गया था कि परम आदरणीय मौनी बाबा जी महाराज की महान् आत्मा ने ही अगस्त्य मुनि नभग (महर्षि मनु के पुत्र) ऋषि पिप्लाद, मातंग ऋषि, सुकरात, सेंठ पाल, आदि शंकराचार्य, संत कमलाकांत, संत कंदू कलाई आदि के शरीरों में जन्म लिया था। समाचार में यह भी लिखा था कि मौनी बाबा के 21 जन्मों के बारेमें एक बहुत ही आश्चर्य जनक रोचक पुस्तक बंगला और अंग्रेजी भाषा में लिखी जा रही है और इस पुस्तक का लेखक वह महान् व्यक्ति है जो कपाली संहिता के अनुसार ऊपरलिखित 21 जन्मों में मौनी बाबा जी का बेटा या शिष्य बनकर पैदा होता रहा है। यही

मौनी बाबा जी महाराज का चित्र जो होशियारपुर टाइम्स के लिये विशेष प्रयत्न करके प्राप्त किया गया है।

पैदा हुआ और कभी पद्मपाद (आदि शंकराचार्य का मुख्य शिष्य) की शक्ल में इस संसार में आया। अपने एक जन्म में वह राजा नरनारायण और एक अन्य जन्म में राजा तेज चांद था

यह आदरणीय व्यक्ति अपने वर्तमान जन्म में इस समय एक रिटायर्ड मेजर है। वह आजकल लखनऊ में निवास करता है और उसका नाम है-तनुज कुमार देव !

जै गुरु,

होशियारपुर टाइम्स में यह पहले प्रकाशित हो चुका है कि मौनी बाबा स्वामी माधवा नन्द गिरी जी महाराज के जीवन सम्बंधी एक पुस्तक जल्दी ही छपने वाली है। मौनी बाबा 254 साल की उम्र में 26 जनवरी 1974 को अपना शरीर त्याग कर ब्रह्म लीन हो चुके हैं। उनके 21 जन्मों से सम्बन्धित एक पुस्तक मेरे प्रिय मित्र मेजर तनुज कुमार देव (रिटांर्ड) लिख रहे हैं इस लिये मैं इस लेख में मैं बाबा जी से अपनी पहली भेंट और निजी अनुभवों के बारे में लिखूंगा।

मेरे इस जीवन में मुझे तीन महा पुरुषों को निकट से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनमें से पहले महा पुरुष थे लुधियाना जिला में जगराओं के निकट कलेरां वाले प्रसिद्ध संत बाबा नन्द सिंह जी महाराज, दूसरे ऋषिकेश के स्वामी शिवा नन्द जी महाराज जो विख्यात प्रसिद्ध हो चुके हैं और तीसरे मौनी बाबा स्वामी माधवा नन्द गिरी जी महाराज जिन्हें हम बाबा जी कहते थे। यह तीनों महा पुरुष उच्चतम व्यक्तित्व रखते थे। बाबा जी जब कभी ऋषि केश के रास्ते जोशी मठ या बद्रीनाथ या केदार नाथ जाते थे तो ऋषि केश में हमेशा स्वामी शिवा नन्द आश्रम में स्वामी जी के अपने कमरे में ठहरते थे। स्वामी जी के

पैदा होता रहा है। यही व्यक्ति कभी प्लेटो बनकर

जन्म में राजा तेज चांद था विभिन्न विद्याओं में निपुण

देव !

सम्पादक

ठहरते थे। स्वामी जी के आश्रम में कई सन्यासी और

शेष पृष्ठ 2 पर

Hindi Section printed at **Chhabra Printing Press**, *Vakilan Bazar, Hoshiarpur* by **Abinash Chandra Sud**, Printer & Publisher, Chatta Bazar, Hoshiarpnr.

महान् सन्यासी मौनी बाबा से मेरी पहली भेट

ब्रह्मचारी रहते थे फिर भी बाबा जी की देख भाल का काम स्वामी जी आप करते थे और किसी को नहीं करने देते थे। भेद वही जानते थे।

बाबा नन्द सिंह जी को मैं बचपन से जानता था। इस महापुरुष ने अपना शरीर 1943 या 1944 में छोड़ा। स्वामी शिवानन्द जी के 1948 से 1963 तक दर्शन किये। मौनी बाबा जी महाराज के पहली बार दर्शन किये। मैं उन दिनों लखनऊ में था।

एक शनिवार को मेरे प्रिय मित्र तनुज कुमार देव मेरे घर आया और कहा चलो एक महा पुरुष के दर्शन करें जिस की आयु 200 वर्ष से ऊपर बताई जाती है। यह सुन कर मैं हंस पड़ा और बोला कि समाचार पत्रों के अनुसार संसार का सब से वृद्ध व्यक्ति इस समय 168 वर्ष का है और रुस में रहता है। फिर एक सन्यासी जिसे आप ने केवल एक दिन पहले देखा है की आयु कैसे 200 से अधिक हो सकती है फिर भी मेरे अन्दर सत संग के भाव ने जोर मारा और हम दोनों मौनी बाबा जी के दर्शन करने के लिये चल पड़े। बाबा जी लखनऊ में एक वृद्ध स्त्री जैसे वह प्यार से गोपन मां कहा करते थे के घर ठहरते थे प्रणाम करने के पश्चात मैं बैठ गया और उन की आयु का अनुमान लगाने लगा काफी सोच विचार के बाद इस परिणाम पर पहुंचा कि यह सन्यासी 120, या 150 वर्ष की आयु का होगा। मैं वहां कुछ मिनट ठहरा और प्रणाम करके लौटना चाहता था बाबा जी ने आशीर्वाद दिया और मेरे दोस्त तनुज कुमार देव से कहने लगे कि इस पुरुष को रात को लाना क्योंकि मैं जो कुछ कहता हूं

बाबा जी की वेदान्त सभा भी विचित्र थी। यह सभा रात ग्यारह से आरम्भ हो कर प्रातः पांच बजे तक चलती थी। नींद के प्यार के कारण बहुत लोग इस सभा में नहीं आते थे। दूसरा कारण यह था कि यह सभा बगाली भाषा में होती थी जिसे समझना कठिन था इस में हैरानी की बात नहीं क्योंकि बाबा जी का रूप ऐसा था जिसे साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता था बाबा जी का लगा तार बीड़ी फूंकना और हमेशा बे लगाव और उदासीन रहना हर किसी की समझ में नहीं आता था।

रात को जो सभा हुई वह प्रातः चार बजे समाप्त हुई। इस में श्री शक्ति कुमार चकव्रति भाषण कर रहे थे। एक श्लोक बाबा जी ने लिखा था भाषण के मध्य बाबा जी हिन्दी में भी कुछ कह देते थे एक अजीब वातावरण था मुझे यह पता न चला कि कब चार बज गये। मेरी रुचि बढ़ी और दूसरे दिन प्रातः 7½ बजे मैं फिर बाबा जी के दर्शन करने चल पड़ा। बाबा जी छत पर धूप में बैठे थे।

मैंने प्रणाम किया और उन के निकट बैठ गया। उस समय मैं वहां अकेला ही था। आधे घण्टे के पश्चात एक व्यक्ति कार में अपने नौकर के साथ वहां आया। और प्रणाम करके वहां बैठ गया। फलों की टोकरी बाबा जी के चरणों में रख दी थोड़े समय बाद बाबा जी ने मेरा उन के साथ परिचय करवाया और उन से पूछा आप कहां से पधारे हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया 'लखनऊ से महाराज'। बाबा जी कहने लगे मुझे बताओ कि आप कहां के रहने वाले हैं। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वह खजूर गांव रियासत के राजा हैं पर

गांव के बारे में ऐसी बातें बताईं जिसे सुन कर राजा साहिब हैरान रह गये।
थोड़े समय के बाद अचानक बाबा जी ने प्रश्न किया। राजा साहिब तो फिर आप राना शंकर बख्श सिंह को जानते होंगे। यह सुनते ही राजा साहिब की आंखों में आंसू आ गये और बाबा जी के पांव पर गिर पड़े और पूछने लगे महाराज यह नाम आपने कहां से सुना। मैं भी हैरान हो कर राजा साहिब को देख रहा था कि आखिर इस नाम में ऐसी क्या बात है जिस के कारण राजा साहिब का यह हाल हो गया राजा साहिब ने अपना स्वाल फिर दुहराया। बाबा जी मुस्करा कर फिर कहने लगे कि राना शंकर बख्श सिंह उन के बहुत प्रिय भक्त थे यह सुन कर राजा साहिब ने मुझे कहा देखो मेजर साहिब यह किस की बात कर रहें हैं। राना शंकर बख्श सिंह मेरे दादा के दादा थे और उन्हें स्वर्गवास हुये अब लग भग 200 वर्ष हो गये हैं। हमारे वंश का राज्य इतिहास लिखा पड़ा है जो कोई भी पढ़ सकता है।

यह सुनते ही बाबा जी की आयु के बारे में मेरा एक दिन पहले लगाया गया अनुमान गलत निकला। अब मैं समझता हूं कि बाबा जी ने यह नाटक केवल मेरे लिये खेला था और मेरे अनुमान को हार हुई बाबा जी ने अपने जीवन काल में कभी किसी को अपनी आयु नहीं बताई। इस के बावजूद वह अपने पीछे ठोस परिणाम छोड़ गये हैं। राजा साहिब थोड़ी देर बाद वहां से चले गये।

मनुष्य का दिमाग शीघ्रता से हार नहीं मानता मैं भी पूर्ण सचाई को जानना चाहता था। इस लिये मैं फिर राजा

के बारे में अधिक जान कारी प्राप्त की। मैंने उन्हें स्पष्ट बताया कि आज कल के युग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दादा का नाम नहीं जानते और फिर अपने दादा के दादा का नाम तो बहुत कम लोग जानते होंगे। मैंने उससे पूछा कि क्या कारण कि आप उनका नाम सुनते ही अजीब हालत हो गई। मेरे प्रश्न के उत्तर में राजा साहिब ने अपना राज्य इतिहास सुनाना शुरू किया।

उन्होंने बताया कि राणा शंकर बख्श सिंह के राज तक उन के वंश में कभी औलाद पैदा न हुई। वंश को चलाने के लिये लड़का गोद लेना पड़ता था। राणा शंकर बख्श सिंह भी गोद लिये गये थे। उनके राज्य काल की बात है खजूर गांव में जो गंगा के किनारे स्थित है, एक साधु गंगा घाट पर आ बैठा और लोगों से कहने लगा कि उसे भूख सता रही है कोई प्रभु प्रेमी उसे भोजन खिला दे। कई लोग गंगा घाट पर आये और साधु पर दृष्टि डालने के बाद स्नान करने लग जाते। भूखे साधु को किसी ने भोजन के लिये नहीं पूछा। भूख से निढाल और लोगों की अरुचि से तंग आकर आखिर उस साधु ने गंगा के बहाव की ओर देखा वहां एक मृतक मनुष्य का शरीर बहता चला आ रहा था। साधु ने उस मृतक शरीर को इशारे से अपनी ओर आने के लिये कहा। मृतक शरीर दरिया का बहाव छोड़ कर किनारे की ओर आने लगा। यह चमतकार देख कर घाट पर खड़े लोग चकित रह गये इतने में मृतक शरीर किनारे पर आ लगा। साधु ने लोगों से फिर कहा अगर अब भी इस राज्य में खाना न मिला तो

वह केवल रात की वेदान्त
सभा में ही कहता हूं।

इस समय लखनऊ में रहते हैं।
तब बाबा जी ने उन्हें खजूर

चाहता था। इस लिये मैं फिर राजा
साहिब से मिला और राणा
शंकर वरुश सिंह के जीवन

राज्य में खाना न मिला तो
मैं विवश होकर इस मृतक
शरीर से ही अपनी भूख

मौनी बाबा से मेरी पहली भेंट

मिटाऊंगा इस समय घाट पर लोगों की बहुत भीड़ लग चुकी थी। अचानक राज दरबार का एक कर्मचारी भी वहां आ गया। उस से हाथ जोड़ कर साधु से क्षमा मांगी और कहने लगा महाराज जरा ठहरिये मैं आया। फिर वह भाग कर राजा शंकर बख्श सिंह के पास गया और सारी कहानी सुनाई। राजा साहिब नंगे पांव वहां दौड़े-2 आये और साधु के चरणों में गिर कर बार बार क्षमा मांगने लगे। फिर उन्हें सम्मान से अपने साथ ले गये। जाने से पहले साधु ने मृतक शरीर को इशारे से वापिस दरया में चले जाने को कहा। इसपर वह लाश दरया के बीच पहुंच गई और पहले की भांति दरया के बहाव के साथ बहने लग पड़ी।

राजा साहिब ने इस साधु की बहुत अच्छी भक्त की। उसे नहलाया और रानी का पकाया हुआ भोजन खाने को दिया। वह साधु वहां कुछ दिन रहा इस समय में राणा साहिब ने बहुत सेवा की। चलने से एक दिन पहले साधु ने राणा साहिब को बुला कर कहा "मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूं। और आशीर्वाद देता हूं कि अब तुम्हारे वंश को अपनी औलाद राज्य करेगी।" यह घटना सुनते हुये राजा साहिब की आंखों में आंसू आ गये और कहने लगे कि राणा शंकर बख्श सिंह की सेवा ने हमारे वंश को बचा लिया। उन के बाद अब को सन्तान ही राज गद्दी पर बैठती रही है इस लिये हम बड़े आदर से उन्हें याद करते हैं लेकिन एक बात बार बार राजा साहिब को सता रही थी। उन्होंने मुझ से बाबा जी का नाम पूछा जब मैंने उन्हें बताया कि बाबा जी का नाम माधवा नन्द गिरी है तो वह तुरन्त कहने लगे कि अब उन का अनुमान विश्वास में बदल गया। यही वह साधु है जो राणा बख्श सिंह को मिले थे और आशीर्वाद दे गये थे उनके जाने के बाद राणा शंकर बख्श सिंह ने अपनी रियासत में बहुत से सार्वजनिक भवनों, स्कूलों और गंगा घाट का नाम स्वामी माधवा नन्द के नाम पर रखा था। इन में से कुछ भवन अब भी स्थित है।

— — — — —

में एक अखिल भारतीय विशाल हिन्दी कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा हैं। जिसका उद्घाटन श्री इन्द्र कुमार जैन, श्री राम देव श्री मदन गोपाल मेहता, डा: ओमप्रकाश सूद प्रयत्न शील है।

मैट्रिक से डायरैक्ट
बी. ऐ. तृतिय पास करें

मैट्रिक पास विद्यार्थी सुधाकर (बी. ऐ. III) की परीक्षा देकर M. A या L. L. B में प्रवेश कर सकता हैं। सुधाकर परीक्षा को भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों ने बी. ऐ तृतिय के समकक्ष मान्यता दे रखी है। ईंगलिश अनिवार्य नहीं है। नियमावली के लिए 3 रुपये 50 पैसे मनी आर्डर द्वारा भेजें। अन्तिम तिथि नजदीक है।

डायरेक्टर आदर्श कालिज

नई आबादी, होशियारपुर (पंजाब

टैंडर नोटिस

सरकारी हस्पताल होशियारपुर तथा टी. बी हस्पताल होशियारपुर के रोगियों के खाने पीने की वस्तुओं के लिये 1-5-74 से 31-3-75 तक जो खाने पीने की वस्तुयें सप्लाई करने के इच्छुक हैं उन को इस इश्तहार द्वारा सूचना दी जाती है कि वे बंद लिफाफों में अपने टैंडर दें।

2. ऐसी वस्तुओं की आवश्यक मिकदार व ठेके की शर्तें सीनियर मैडीकल अफसर सरकारी हस्पताल होशियारपुर से किसी भी काम वाले दिन पता की जा सकती है।

3. ऐसे टैंडर जो ठेकेदार बंद लिफाफों में भेजेंगे उन को 6—5—74 को तीन बजे जिला क्रय कमेटी के सामने खोला जायेगा।

4. प्रत्येक ठेकेदार को टैंडर के साथ 1000/- रुपये नकद जमा करवाने पड़ेंगे।

5. किसी भी टैंडर को बगैर किसी कारण से स्थगित या नामंजूर करना चीफ मैडीकल अफसर की इच्छा पर निर्भर है।

6. टैंडर लिफाफे पर यह शब्द लिखे जायें "टैंडर खुराकी वस्तुओं के लिये सिवल हस्पताल होशियारपुर।" खोलने की तिथि 6—5—74.

चीफ मैडीकल अफसर
होशियारपुर।

PR74/620